সমকাল

তারিখ ... 12 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

৩৯ শিক্ষার্থীর জেএসসিতে অংশ নেওয়া অনিশ্চিত

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জে স্কুল কর্তৃপক্ষের অবহেলায় একটি স্কুলের ৩৯ শিক্ষার্থীর জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ৩৯ শিক্ষার্থী গত বছর ওই স্কুল থেকে জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে অকৃতকার্য হয়েছিল। এ বছর ফরম পূরণ করতে না পারায় তাদের শিক্ষা জীবন নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা।

নারায়ণগঞ্জ গণবিদ্যা নিকেতন

শহরের গণবিদ্যা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা দাবি করে বলেছেন, শিক্ষার্থীরা ফরম ফিল-আপের নির্দিষ্ট তারিখ শেষ হওয়ার পর স্কুলে এসে যোগাযোগ করেছে। এখন তাদের কিছু করার নেই।

২০১৪ সালে এ স্কুল থেকে জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৪৬ শিক্ষার্থী এক বা ততোধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়। অকৃতকার্য শিক্ষার্থী ও চলতি বছর নিয়মিত শিক্ষার্থীদের জেএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ শুরু হয় গত ১৮ আগস্ট থেকে। যা শেষ হয় গত ২১ আগস্ট এবং বিলম্ব ফিসহ ফরম পূরণ শেষ হয় ২৮ আগস্ট।

ফরম পূরণ করতে না পারা অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, তারা আগস্টজুড়ে ফরম পূরণের ব্যাপারে স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আসছিল। কিন্তু অকৃতকার্য ১৪৬ জনের মধ্যে ১০৬ শিক্ষার্থীকে ফরম পূরণের সুযোগ দেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বাকি ৩৯ জন শিক্ষার্থীকে এ সুযোগ দেওয়া হয়নি।

গণবিদ্যা নিকেতনের অষ্টম শ্রেণীর অনিয়মিত ছাত্র দীপ্ত সাহা বলে, স্কুলে যোগাযোগ করার পরও আমাদের ফরম পূরণ করতে দেওয়া হয়নি। এখন আমাদের আরও একটি বছর নষ্ট হয়ে যাবে।

অষ্টম শ্রেণীর অনিয়মিত ছাত্র পাণ্ডিত চন্দ্র দাস বলে, আগস্ট থেকে স্কুলে নিয়মিত যোগাযোগ করে আসছি। 'ফরম পূরণের বিষয়ে একাধিকবার প্রধান শিক্ষকের কাছে গিয়েছি। কিন্তু প্রত্যেকবার তিনি আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন। এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করতে পারলে আমাদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাবে।

গণবিদ্যা নিকেতনের প্রধান শিক্ষক এ এম কাইয়ুম বলেন, ২০১৪ সালে জেএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্যের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। এ নিয়ে জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অনেক জবাব দিতে হয়েছে। তবে ওই বর্ষের অকৃতকার্যদের মধ্যে পরীক্ষার ফরম পূরণ করেও পরীক্ষায় উপস্থিত না থাকায় অকৃতকার্যের সংখ্যা বেশি হয়। তাই এ বছর যারা ফরম পূরণ করতে আসেনি, তাদের কোনো সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়নি। তবে যেসব শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক এবং স্কুলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, তাদের ফরম পূরণ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তারা অভিযোগ করছে তারা আমার সঙ্গে বা স্কুলের কারও সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেনি। ফরম পূরণের তারিখ শেষ হওয়ার পরই তারা যোগাযোগ করেছে।